এই সময় সংবাদপত্র

কথাসরিৎ

প্রকৃতই মধ্যযুগীয় হতে হলে দেহ থাকা উচিত নয়। প্রকৃতই আধুনিক হতে হলে তার মন থাকা উচিত নয়।
অস্কার ওয়াইল্ড

বিপজ্জনক লোহিত সাগর

ইয়েমেনি হুথি জঙ্গিরা ভারতের নতুন শিরঃপীড়া

উত্তর ভারত মহাসাগর থেকে লোহিত সাগর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ সমুদ্রাঞ্চল এ মুহূর্তে ভারতীয় নৌ-নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বড় মাপের ঝুঁকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ, ইয়েমেন-এর হুথি জঙ্গিরা উপর্যুপরি দু'টি বাণিজ্যিক জাহাজের উপর হামলা করেছে, যেগুলির সঙ্গে ভারতের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট। প্রথমে, ভারত-অভিমুখী এমভি কেম প্লুটোকে লক্ষ্য করে ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়া হয় এবং এই জাহাজটিতে ২১ জন ভারতীয় কর্মী ছিলেন। দ্বিতীয়ত, তার কিছু পরেই দক্ষিণ লোহিত সমুদ্রে এমভি সাইবাবা নামের তৈলবাহী জাহাজটিতে ড্রোন আক্রমণ হয়, এবং এই জাহাজটিতেও ২৫ জন ভারতীয় ছিলেন। এর আগে ইয়েমেন-এর হুথি জঙ্গি গোষ্ঠী ইজ়রায়েল-হামাস সংঘর্ষের দরুণ ইজ়রায়েলি বন্দর-অভিমুখী জাহাজগুলিকে আক্রমণ করছিল। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, ইজ়রায়েল-এর সঙ্গে সম্পর্কহীন জাহাজে হামলা করা হচ্ছে। এর ফলে সন্দেহ দেখা দিয়েছে যে, কৌশলগত কারণে কিছু লক্ষ্যকে বেছে নেওয়া হয়েছে, এবং সে তালিকাটি সরবরাহ করছে হুথি গোষ্ঠীর প্রচ্ছন্ন মদতদাতা ইরান। স্বাভাবিক কারণেই ইরান এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে। এ ক্ষেত্রে যৌক্তিক পদক্ষেপটি হল, ইরানের সঙ্গে ভারতের আলোচনা যাতে এই সমুদ্রাঞ্চলে ভারতীয় জাহাজ নিরাপদে চলাফেরা করতে পারে। সমস্যা হল, ভারত এক দিকে উপসাগরীয় আরব রাষ্ট্রগুলি, এবং অন্য দিকে ইজ়রায়েলের সঙ্গে যত ঘনিষ্ঠ হয়েছে, ততই শীতলতা দেখা দিয়েছে ভারত-ইরান সম্পর্কে।

সম্প্রতি ইউএসএ 'অপারেশন প্রসপারিটি গার্ডিয়ান' বা ওপিজি নামে একটি বহুজাতিক নৌ-বাহিনী গঠনের উদ্যোগ নিয়েছে। ডেনমার্ক-এর একটি বৃহৎ পরিবহণ সংস্থা তাদের প্রহরায় লোহিত সমুদ্রে চলাচলে রাজিও হয়েছে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সমস্যাটি মূলত রাজনৈতিক। বহু দশক ধরে নানা দেশ জলদস্যু-বিরোধী নৌ-প্রহরা চালিয়ে এসেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই উপদ্রব বন্ধ হয়নি, কারণ আরব রাষ্ট্রগুলি চায় না তাদের প্রতিবেশী দেশ ইয়েমেন-এর বিরুদ্ধে কোনও আক্রমণাত্মক পদক্ষেপ করতে। তার প্রথম কারণ, ইজ়রায়েল-এর জন্য লাভজনক হবে, এমন কোনও উদ্যোগে দ্বিধা এবং দ্বিতীয়, আঞ্চলিক স্তরে নতুন আর একটি সংঘর্ষ ও অশান্তির আশঙ্কা, যার সঙ্গে ইরান-এরও জড়িত হওয়ার সম্ভাবনা। তৎসহ এটিও মনে রাখা দরকার যে উপদ্রুত লোহিত সাগরে চিনা স্বার্থ বিঘ্নিত হওয়া সত্ত্বেও চিন ওপিজি-তে যোগ দেয়নি। অতএব অনুমান অসঙ্গত নয় যে, ইরান চিন ও রাশিয়ার প্রচ্ছন্ন সমর্থনেই তাদের শক্তিমত্তা প্রমাণ করার চেষ্টা করছে। কাজেই ভারতকে ইউএসএ নৌবাহিনীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে তাদের স্বার্থরক্ষার চেষ্টা করতে হবে।

নারীর সাফল্য গর্বের নয়?

শিক্ষা-সংস্কৃতি-ক্রীড়া থেকে আমোদ-আহ্লাদ, প্রায় সব ক্ষেত্রেই 'পৌরুষ'-এর দখলদারির টিকিট স্বাভাবিক ভাবে সেঁটে দেওয়াই নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ, ভারতে সামাজিক নানা ক্ষেত্রে যেন বা পুরুষদেরই একচেটিয়া কারবার, যেখানে জনাকতক নারী মাঝে মধ্যে এসে কেরামতি দেখিয়ে যাওয়ার 'অনুমতি' পেয়ে থাকেন। অতএব, ভারতীয় ক্রীড়াজগৎটি যে আদতে পুরুষ খেলোয়াড়দেরই খাসজমি, তাতে সন্দেহের অবকাশ থাকে না, এবং মহিলা হকি দলের, বা, ব্যাডমিন্টন, কুস্তি, তীরন্দাজিতে মেয়েদের দুরন্ত সাফল্য খানিক সুখানুভূতি উদ্রেককারী অভিজ্ঞতা হিসেবে স্মৃতিপটে মিনিটখানেক পর থেকেই ধূসর হতে থাকে। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ভারতীয় মেয়েদের টেস্ট জয়ের খবরটিরও তেমন পরিণতির দিকে ধাবমান বললে অতিশয়োক্তির আশঙ্কা নেই। এটির স্থায়িত্ব কয়েক মুহূর্তের বেশি হলে, সেটিই অভূতপূর্ব ঘটনা হিসেবে বিবেচিত হবে। যে ভাবে দলিত-সাহিত্য, আদিবাসীদের শিল্প, পার্বত্য জনজাতির সঙ্গীতকে 'ভারতীয়ত্ব' প্রায় গিলে খেয়েছে রাষ্ট্র নির্মাণের পাক-যন্ত্রে ফেলে, মেয়েদের ক্রীড়াকেও সেই জারকরসের বয়ামে ফেলেই ঢাকনা এঁটে দেওয়া হবে গোড়া থেকেই সাবধান না হলে। তাই, কেবল জিতলে চলবে না, জেতার গল্পটিও আলাদা করে বলতে হবে। শ্রোতারা কান পাতলে ভালো।

অসংখ্যা

৫৩০০০০

(পাঁচ লক্ষ তিরিশ হাজার) বর্গ কিলোমিটার— ইয়েমেন প্রজাতন্ত্রের ভৌগোলিক এলাকার মোট ক্ষেত্রফল। সূত্র: উইকিপিডিয়া

দিনকেদিন

২৭ ডিসেম্বর

১৭৯৭: মির্জা গালিব আগ্রায় মুঘল পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। মূল নাম মির্জা বেগ আসাদুল্লাহ্ খান। উর্দু ও ফারসি ভাষার এই কিংবদন্তি কবি প্রয়াত হন ১৮৬৯ সালে।

২০০৭: একটি আত্মঘাতী হামলায় ৫৪ বছর বয়সে রাওয়ালপিন্ডিতে প্রয়াত হন বেনজির ভুট্টো। ১৯৮৮ থেকে ১৯৯০ এবং ১৯৯৩ থেকে ১৯৯৬ দু'দফায় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন।

সহজাত বৃত্তি

শ্রীশ্রীআনন্দমূর্তি

বোধিবৃক্ষ

মানুষ সহজাত বৃত্তির বশে ততদিনই থাকে যতদিন তার স্বভাব ঠিকমত তৈরী না হয়। শৈশবকালে, বাল্যাবস্থায় সে সহজাত বৃত্তির তাগিদেই সব কিছু করে। যেমন, ক্ষিদে পেলে সে কান্না জুড়ে দেয় যাতে তার মা বুঝতে পারেন যে খোকার ক্ষিদে পেয়েছে, তেষ্টা পেয়েছে। এই রকম বেশ কতকগুলো কাজ সে সহজাত বৃত্তির বশেই করে থাকে। সহজাত বৃত্তির বশেই শিশু মাতৃস্তন্য পান করে, এই জন্যে তাকে শিক্ষা দেবার দরকার পড়ে না। মানুষের প্রথম সূত্রপাত হল। তারপর ধীরে ধীরে তার বিকাশ হল, এপম্যান এল। প্রোটো-এপম্যান, অষ্ট্র্যালোপেথিনিস এল। শাখা-প্রশাখা বাড়তে বাড়তে প্রোটোম্যান এল। তার একটা শাখা হল মানুষের পূর্বপুরুষের একটা শাখা আর শিম্পাঞ্জী, গোরিলা, ওরাং-ওটাংয়ের পূর্বপুরুষ। বাইরের কারো কোন লেজ নেই, লেজটা থাকে ভেতরের দিকে। মাতৃগর্ভে শিশু যখন ভ্রূণাবস্থায় থাকে তখন তার লেজটা থাকে বেশ বড় বড়। পরে সেটা আর না বেড়ে ক্রমশঃ ছোট হয়ে যায়। সুপ্রাচীনকালে একদিন মানুষের সঙ্গে শিম্পাঞ্জী ও ওরাং-ওটাংয়ের সম্পর্ক ছিল। পরে ওদের আর বুদ্ধির বিকাশ হল না, মানুষের তা হল। আর তাই মানুষ মানুষ হল। শিম্পাঞ্জী-ওরাং-ওটাং জন্তু-জানোয়ারের স্তরেই রয়ে গেল। তবুও মানুষের পুরনো সহজাত বৃত্তি এখন একেবারেই লুপ্ত হয়নি। বানরের লড়াই দেখেছ? দেখবে, খ্যাঁক খ্যাঁক করে ও দাঁত দেখায়। মানুষও যখন রাগের বশে পরস্পর ঝগড়া করে, তখন সেও এই রকমই আচরণ করে। ('কর্মযোগ ও কর্মসন্ন্যাস' থেকে গৃহীত)

পঞ্চাশ বছর আগে জনৈক আদিবাসী তরুণীর ধর্ষণ নির্ভয়া কাণ্ডের মতো প্রচার না পেলেও সেটি গুরুত্বপূর্ণ

একটি বিস্মৃত ধর্ষণকাণ্ড এবং আইনি সংস্কার

মথুরা মামলার কোনও পুনর্বিচার হয়নি, অভিযুক্তরা শীর্ষ আদালতে বেকসুর খালাস পেয়ে যায়। কিন্তু বিচারব্যবস্থায় আসে কিছু যুগান্তকারী পরিবর্তন। লিখছেন **শাশ্বতী ঘোষ**

তখন। মথুরা মামলা রায়ের প্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্টের সামনে মেয়েদের বিক্ষোভ *ফেমিনিজ়ম ইন ইন্ডিয়া*

মথুরার মামলা। মামলাটা পঞ্চাশ বছর আগের, সে মামলা গড়িয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত, সুবিচার পায়নি ধর্ষিতা আদিবাসী কিশোরী মথুরা। তবু পঞ্চাশ বছর পরেও আমাদের দেশে ধর্ষণ মামলাকে কী ভাবে দেখা হবে, তা নিয়ে মথুরার মামলা বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। কাগজে কলমে মামলাটা তুকারাম ও অন্যান্য বনাম মহারাষ্ট্র সরকার। যদিও মথুরার ঘটনা সে রকম চাঞ্চল্য তৈরি করেনি যা করেছিল তার চল্লিশ বছর পরে নির্ভয়ার ঘটনা, যে ঘটনাও আবার আইনকে বদল করতে বড় ভূমিকা নিয়েছিল। এখন গণমাধ্যমের বিস্তার অনেকটাই হয়েছে, তাই অত্যাচারের বিবরণ আর ক্রোধ, দুটোই প্রকাশ্যে এসেছিল। কিন্তু আদিবাসী কিশোরী মথুরাকে মহারাষ্ট্রের দেশাইগঞ্জ থানার দুই পুলিশ, হেড কনস্টেবল গণপত আর কনস্টেবল তুকারাম যখন থানার পিছনের শৌচালয়ে নিগ্রহ করে, তখন গণমাধ্যমে তা আসেনি। শুধু সমাজকর্মী সীমা সাখারে এই বিষয় নিয়ে মারাঠি ভাষায় 'লোকমত' পত্রিকায় লিখতেন, ইংরেজি পত্রিকায় খবর হয়নি বলে আম ভারতবাসীর নজরে আসেনি। তাই যখন নিম্ন আদালত অভিযুক্ত দু'জন পুলিশকে ছেড়ে দিল, তার পর হাইকোর্ট আবার দু'জনকে শাস্তি দিল এবং তারও পরে সুপ্রিম কোর্ট আবার দু'জনকে বেকসুর খালাস দিল, যে ভাষায় সেই রায় এল তা সারা দেশের সচেতন নারীপুরুষকে বিরাট ধাক্কা দিয়েছিল। তাতে সুপ্রিম কোর্টের রায় বদলায়নি, কিন্তু আইনে অনেক জরুরি বদল এসেছিল।

কী ঘটেছিল

চোদ্দ-পনেরো বছরের আদিবাসী কিশোরী মথুরার মা-বাবা কেউ ছিলেন না। সে তার ভাই গামা আর গুঙ্গার সঙ্গে থাকত। মথুরা নুশি বাইয়ের বাড়ি বাসন মাজত। নুশি বাইয়ের বোনের ছেলে অশোকের সঙ্গে মথুরার বিয়ে দেওয়ার কথা বলে নুশি বাই। তাই অশোকের সঙ্গেই মথুরা থাকতে শুরু করে, তা নিয়ে নুশি বাইয়ের তরফে কোন আপত্তিও ওঠেনি। আপত্তি উঠল মথুরার ভাই গামা-র। পরে যখন মথুরার সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে, মথুরা বলেছে 'গ্রামের লোকেরা গামার মনটা বিষিয়ে দিয়েছিল'। গামা থানায় নালিশ জানাল যে অশোক তার বোনকে অপহরণ করেছে আর তাকে সাহায্য করেছে অশোকের পরিবার, মানে নুশিবাই আর নুশিবাইয়ের স্বামী লক্ষ্মণ। থানা থেকে সবাইকে ডেকে পাঠানো হল রাত্তির ন'টার সময়। হেড কনস্টেবল বাবুরাও সবার বয়ান নিয়ে সবাইকে চলে যেতে বলল, নিজেও বাড়ির দিকে রওনা হল।

সবাই যখন বেরিয়ে আসছিল, কনস্টেবল গণপত মথুরাকে বলল তাকে আরও কিছু বলতে হবে, বাকিদের বলল বাইরে অপেক্ষা করতে। বেশ কিছু সময় পেরিয়ে যাওয়ার পর যারা বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল, তাদের সন্দেহ হওয়ায় গিয়ে দেখল থানার আলো নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে আর সদর দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। নুশি মথুরার নাম ধরে ডাকলেও কোনও সাড়া পেল না। আশপাশের লোক জড়ো হয়ে যাওয়ার বেশ কিছুক্ষণ বাদে মথুরা থানার পিছন দিক থেকে বেরিয়ে এসে বলল, গণপত তাকে জামাকাপড় খুলতে বাধ্য করেছে, ধর্ষণ করেছে এবং তুকারাম তার গায়ে খারাপ ভাবে হাত দিয়েছে। নুশি মথুরাকে স্থানীয় ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলে তিনি দেখে বললেন যখন দু'জন পুলিশ ধর্ষণ করেছে, থানায় গিয়ে রিপোর্ট লেখাতে হবে। রিপোর্ট লেখা হল। পর দিন, ঘটনার কুড়ি ঘণ্টা পরে মথুরার ডাক্তারি পরীক্ষার পর রিপোর্ট গেল 'সে হয়তো সহবাসে অভ্যস্ত' এবং তার বয়স ১৪ থেকে ১৬ বছরের মধ্যে। তার শরীরে বীর্যের চিহ্ন নেই, কিন্তু পোশাকে রয়েছে।

নিম্ন আদালত থেকে উচ্চ আদালত

দায়রা বিচারক দু'জন অভিযুক্ত পুলিশকে মুক্তি দিলেন এই বলে যে মথুরা একজন 'ভয়ঙ্কর মিথ্যেবাদী' (এ শকিং লায়ার), তার বক্তব্য 'মিথ্যে আর অসম্ভব কথায় ভর্তি', 'এটা বিশ্বাস্য নয় যে তাকে শৌচালয়ে ধর্ষণ করা হয়েছে'। এটাও লিখলেন, বেরিয়ে এসে নুশিকে ক্রুদ্ধ দেখে এবং নুশি কিছু সন্দেহ করবে বলেই সে স্বেচ্ছায় সহবাসে সম্মতি দিলেও বেরিয়ে এসে ধর্ষণের মিথ্যে অভিযোগ দায়ের করেছে, কারণ ডাক্তারি পরীক্ষায় তো বলেই দিয়েছে সে সহবাসে অভ্যস্ত ছিল। উচ্চ আদালত বলল মথুরার শরীরে বীর্যের চিহ্ন ছিল না, কিন্তু পোশাকে ছিল, কারণ সম্ভবত এই কুড়ি ঘণ্টায় সে স্নান করেছে। আর 'পরিস্থিতি বিচার করে সে সম্পূর্ণ অচেনা দু'জন কনস্টেবলকে তার শরীরের চাহিদা পূরণ করার জন্য আহ্বান করেছে, এটা অসম্ভব বলেই মনে হয় বরং উদ্যোগটা পুলিশরাই নেয়। এবং ওই থানায় তার ভাই তার নামে অভিযোগ দায়ের করেছে যার তদন্ত বাকি রয়েছে, এই পরিস্থিতিতে তার প্রতিরোধ কঠিন ছিল'। যখন মথুরাকে আদালতে প্রশ্ন করা হয় সে জোর করে বেরিয়ে আসেনি কেন, সে বলে জোর করলে পুলিশরা তাকে বলেছিল মামলা দিয়ে তাকে লক আপে পুরে দেওয়া হবে। তাই গণপত নিশ্চিত ভাবেই ধর্ষণ করে এবং তুকারাম শ্লীলতাহানি করে। যদিও তুকারাম বাস্তবে ধর্ষণের চেষ্টা করেছিল কিন্তু প্রচণ্ড মত্ত ছিল বলে পারেনি। যা-ই হোক, উচ্চ আদালত গণপতকে পাঁচ বছর আর তুকারামকে এক বছরের সাজা দিল।

সর্বোচ্চ আদালত

সুপ্রিম কোর্ট আবার দু'জনকে বেকসুর খালাস দিল, কারণ মথুরার শরীরে কোনও 'স্পষ্ট আঘাতের চিহ্ন ছিল না' (নো ভিসিবল বডিলি ইনজ্যুরি) মানেই সে যথেষ্ট প্রতিরোধ করেনি। আর তার অসম্মতি যদি থাকত, সে কেন তার বাড়ির লোকেদের বাইরে রেখে গণপতের পিছন পিছন স্বেচ্ছায় থানার ভিতরে ঢুকেছিল? আর সে থানার ভিতর থেকে যথেষ্ট চেঁচামেচিও করেনি, কাজেই তার আচরণে 'নিষ্ক্রিয় ভাবে নিজেকে ছেড়ে দেওয়ার' ঘটনা ঘটেনি। সুপ্রিম কোর্টের মতে, হাই কোর্ট নিশ্চিত ভাবে প্রমাণ করতে পারেনি যে মথুরাকে হুমকি দিয়ে সম্মতি আদায় করা হয়েছিল। তাই সুপ্রিম কোর্ট বলল, এটা ধর্ষণ বলে গণ্য নয়, অতএব গণপত আর তুকারাম বেকসুর।

এখন। নির্ভয়া ধর্ষণকাণ্ডের পর প্ল্যাকার্ড হাতে এক প্রতিবাদী তরুণী ▶

প্রতিবাদের খোলা চিঠি

আইনজীবী বসুধা ধগম্বর ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত স্বেচ্ছায় এই মামলায় পাশে থেকেছেন। তিনি, আরও তিনজন, উপেন্দ্র বক্সি, লতিকা সরকার আর রঘুনাথ কেলকর সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির উদ্দেশে একটি খোলা চিঠি লিখলেন। তাঁরা লিখলেন এই রায়ে সুপ্রিম কোর্ট মেয়েদের মানবাধিকারকে জলাঞ্জলি দিয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের কাছে তাঁদের অনেক প্রশ্ন, তার কয়েকটি হল: কেন শুধুমাত্র মথুরাকে থেকে যেতে বলা হল? কেন তুকারাম মথুরাকে বাঁচানোর চেষ্টা করেনি? তুকারাম কী করে থানায় মত্ত অবস্থায় থাকতে পারে, তা কি বিধিবিরুদ্ধ নয়? কেন থানার আলো নিভিয়ে দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল? দু'জন পুরুষ ১৪ থেকে ১৬ বছরের কোনও মেয়েকে থানায় আটকে রাখলে সে কতটা চেঁচামেচি করে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে? মথুরা এতটাই পুরুষ-ভোলানো (ফ্লার্টেশাস) যে তার ভাই, পরিবারের লোকজন, তার চাকরিদাতা, আরও এত লোক বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা সত্ত্বেও সে পুরুষ-ভোলানোয় মাততে পারে? মজা লোটার জন্য মথুরা দুটো অচেনা পুলিশ আর একটা থানার পিছনের শৌচালয়কে বেছে নেবে? গণপতের প্যান্টে বীর্যের চিহ্নের ব্যাখ্যা কি? কোনও অবিবাহিতা মেয়ে সহবাস করেছে জানলে কি ভারতীয় পুলিশ তাকে ধর্ষণের লাইসেন্স পেয়ে যায়? এই রায়ের সুদূরপ্রসারী ফল নিয়ে তাঁরা আশঙ্কা প্রকাশ করেন। এর সঙ্গে আরও দু'টি মামলা নিয়েও তাঁরা প্রশ্ন তোলেন। এই মামলার পুনর্বিচারের দাবিও জানান।

আইনে বদল

মথুরা বিচার পায়নি, কারণ এই মামলার পুনর্বিচার হয়নি। কিন্তু আইন বদল হয়েছে। প্রথমত, কোনও সরকারি কর্মচারী বা কর্তৃপক্ষ, যার দায়িত্ব তার হেফাজতে যে আছে তাকে সুরক্ষা দেওয়া, সে যদি ধর্ষণ করে, তা হলে তার দায়িত্ব প্রমাণ করা যে ধর্ষণ হয়নি। দ্বিতীয়ত যদি কোনও অভিযোগকারিণী বলেন তাঁর সম্মতি ছিল না, সেটাই গ্রহণ করতে হবে। তৃতীয়ত, কোনও মেয়েকে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্তের মধ্যেই থানায় ডাকা হবে। চতুর্থত, কোনও মামলায় মেয়েটি চাইলে মামলা লোকচক্ষুর আড়ালে (ইন ক্যামেরা) চালাতে হবে। পঞ্চমত, কোনও নিগৃহীতার নাম প্রকাশ্যে আনা যাবে না। এই মামলা মথুরা মামলা বলে পরিচিতি পেলেও আমরা মথুরাকে ভুলে গেছি। এর পরে সে পরিচয় বদলে অন্য গ্রামে চলে যায়। পাশে কাউকে পায়নি।

লেখক সমাজকর্মী ও অর্থনীতির শিক্ষক

বিশ্বায়নের যুগ সমাপ্ত, এই ধারণা আদৌ সত্যি?

ডিজিটাল পরিষেবা যে ভাবে সারা বিশ্বকে এক বাঁধনে বেঁধেছে, তা সভ্যতার ইতিহাসে অভূতপূর্ব।

স্বামীস্পিক
স্বামীনাথন এ আয়ার

বিশ্বজোড়া ফাঁদ। উৎপাদন শিল্প সংকুচিত হলেও বেড়েছে পরিষেবা ক্ষেত্র *আইস্টক*

কিছু বিশ্লেষক বিশ্বায়নের মৃত্যুর পূর্বাভাস ঘোষণা করেছেন। তাঁদের দাবি যে পশ্চিমি দেশসমূহ ও চিন-রাশিয়া জোটের মধ্যে নতুন ঠান্ডা যুদ্ধের ফলে বাণিজ্য, লগ্নি ও জোগান-শৃঙ্খল এখন বিভাজিত। 'রিশোরিং' এবং 'ফ্রেন্ডশোরিং'-এর যে উদ্যোগ চলছে, যাকে বলা হচ্ছে 'চায়না প্লাস ওয়ান' নীতি, তার লক্ষ্য হল জোগানের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, যে সব যন্ত্রপাতি গুপ্তচরবৃত্তির জন্য ব্যবহৃত হতে পারে তাদের নির্মূল করা, এবং উন্নততম যন্ত্রের কলাকৌশল যেন চিনের হাতে না পৌঁছোয়, সেই প্রচেষ্টা। ইউএস, ইউরোপ ও ভারত এখন রিনিউয়েবল এনার্জিতে বিপুল ভর্তুকি দিচ্ছে, এবং তাকে অবলম্বন জোগাচ্ছে আমদানি শুল্কের চড়া হার। জো বাইডেন হাই-টেক লগ্নির জন্য ৬২ হাজার ৪০০ কোটি ডলারের প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন।

আরবিআই-এর প্রাক্তন গভর্নর সম্প্রতি 'ফরেন অ্যাফেয়ার্স'-এ বিশ্বায়নের পিছু হঠা নিয়ে দু'টি বই সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। একটি 'ফাইনানশিয়াল টাইমস'-এর সাংবাদিক রানা ফরুহার-এর 'হোমকামিং'। দ্বিতীয়টি শ্যানন ও'নিল-এর 'দ্য গ্লোবালাইজেশন মিথ'। রাজন বলেছেন, 'দু'জন লেখকই বাণিজ্যের দ্বারা সংযুক্ত একটি মুক্ত বিশ্বের ধারণাকে নাকচ করেছেন: তাঁদের মতে, বিশ্বায়ন এখন তামাদি, এবং একটি খণ্ডবিখণ্ড ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করে আছে। এই দাবিগুলো ক্রমশ জোরালো হতে থাকা ঐকমত্যেরই প্রতিফলন।'

বিশ্বায়ন তামাদি, এই ধারণার আমি তীব্র বিরোধিতা করছি, দু'টি কারণে:

- গ্লোকালাইজ়েশন: সর্বদাই অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের একটি সামান্য অংশই বিশ্বায়িত হয়েছে। এমনকী সেই 'বিশ্বায়িত' অংশটিও প্রায় সব সময়েই একটি অঞ্চলের অভ্যন্তরেই থেকেছে, নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে যায়নি।
- নির্মিত অতিশয়োক্তি: যদিও অনেকে চিনে অর্থাৎ উৎপাদন শিল্প ও তার চাকরিবাকরি চলে যাওয়ার ফলে উদ্বিগ্ন, কিন্তু ঘটনা হল, বিশ্বজুড়েই, বিশেষত ধনী দেশগুলিতে জিডিপি-তে উৎপাদন শিল্পের ভার কম, এবং তা আরও কমছে। পরিষেবা ক্ষেত্র ক্রমশ বেড়ে চলেছে। বিশ্বায়নের গতি যদি উৎপাদন শিল্পে কিছুটা কমেও থাকে, তা অস্বাভাবিক হারে বেড়ে চলেছে ডিজিটাল পরিষেবা ক্ষেত্রে।

ফারুহার হলেন নস্টালজিয়া-প্রেমী, সেই সব পুরনো দিন নিয়ে স্মৃতিবিধুর যখন বেশির ভাগ উৎপাদনই ছিল 'লোকাল'। নস্টালজিয়া অর্থনৈতিক যুক্তির বিকল্প নয়। ফারুহার-এর মতে, ৩ডি প্রিন্টিং এবং ভার্টিকাল ফার্মিংয়ের মতো নতুন প্রযুক্তির সাহায্যে উৎপাদন শিল্পকে স্থানীয় স্তরে আবার ফিরিয়ে আনা যাবে। এটা বিশ্লেষণের বেশে হতাশার বহিঃপ্রকাশ।

প্রায় এক দশক আগে প্রচুর ঢাকঢোল পিটিয়ে ৩ডি প্রিন্টিং শুরু হয়েছিল, কিন্তু যেহেতু তা মাস প্রোডাকশন-এর উপযোগী নয়, কাজেই তা খুব একটা জনপ্রিয় হয়নি। ভার্টিকাল ফার্মিং খুবই খরচ-সাপেক্ষ এবং প্রচুর জ্বালানি-নিবিড়, কাজেই জলবায়ু পরিবর্তনের যুগে তাকে এড়িয়ে যাওয়াই উচিত।

রানা ফরুহার ▶

সেখানেই খাদ্য উৎপাদন হওয়া উচিত, যেখানে উৎপাদনশীলতা সর্বোচ্চ এবং উৎপাদনের জন্য জ্বালানির প্রয়োজন সব থেকে কম। সামুদ্রিক পথে জাহাজে খাদ্য পরিবহণের খরচ যৎসামান্য। সর্বত্র স্থানীয় স্তরে খাদ্য উৎপাদন করতে চাইলে বিশ্বে খাদ্য উৎপাদনের পরিমাণ কমবে, খাদ্যাভাব ও মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেবে যা সব থেকে বেশি আঘাত করবে গরিব মানুষকে, এবং কম উৎপাদনশীলতা পুষিয়ে নিতে আরও বেশি জমির দরকার হবে, ফলে আরও অরণ্য ধ্বংসের সম্ভাবনা। ফারুহার-এর তথাকথিত সমাধানটি প্রলাপের সমান।

ও'নিল-এর যুক্তি তুলনায় বেশি জোরালো, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সব সব সময়েই আঞ্চলিক স্তরেই আবদ্ধ থেকেছে। ইউএস মূলত পশ্চিম গোলার্ধের দেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্য করে, সব থেকে বেশি মেক্সিকো ও ক্যানাডার সঙ্গে। ইউরোপীয় দেশগুলো মূলত একে অন্যের সঙ্গে বাণিজ্য করে। এখন চিন, এবং তার আগে জাপান উৎপাদনের ক্ষেত্রে 'ফ্লাইং গিজ' মডেল চালু করেছে, যেখানে অগ্রগণ্য দেশটি প্রতিবেশী এশীয় দেশগুলোর সঙ্গে একত্রে এগোবে।

চিনের সঙ্গে বাণিজ্য কমলে অবশ্যই তা আন্তর্জাতিক অর্থনীতির বৃদ্ধিকে প্রভাবিত করবে। কিন্তু যতটা কল্পনা করা হচ্ছে, তার থেকে অনেক কম। কারণ, এখন জিডিপি-র অধিকাংশই আসে পরিষেবা থেকে।

ইউএসএ-তে পরিষেবার ভাগ ৮২ শতাংশ, বেশির ভাগ ইউরোপীয় দেশেই তা ৭৫ শতাংশের কাছাকাছি এবং জাপানে ৭০ শতাংশ। জিডিপি-তে উৎপাদনের ভাগ ২০ শতাংশ বা তার থেকেও কম।

২০০৮ সাল থেকে পণ্য বাণিজ্য ও বিশ্ব জিডিপি-র অনুপাত একই স্তরে থমকে আছে, কিন্তু পরিষেবা রফতানি বেড়ে চলেছে, এবং ডিজিটাল পরিষেবার ক্ষেত্রে প্রায় বিস্ফোরণ দেখা যাচ্ছে। ভারত বিশ্বের পণ্য-বাণিজ্যের মাত্র ১.৫ শতাংশের দাবিদার, কিন্তু বিশ্ব পরিষেবা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ভারতের উপস্থিতি ৪ শতাংশেরও বেশি। ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে ভারতের পরিষেবা বাণিজ্য ২৭ শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩২ হাজার ৩০০ কোটি ডলার, অন্য দিকে পণ্য রফতানি মাত্র ৬ শতাংশ বেড়ে এখন তার পরিমাণ ৪৪ হাজার ৩০০ কোটি ডলার। এই হারে চললে, চার বছর পরেই পরিষেবা রফতানি পণ্য রফতানিকে ছাপিয়ে যাবে।

এই মুহূর্তে সব থেকে 'হট সেক্টর' হল ডিজিটাল পরিষেবা। ২০২৫ থেকে ২০২১ সালের মধ্যে এই ক্ষেত্রে বাণিজ্য প্রায় তিন গুণ বেড়েছে আর তথ্যপ্রযুক্তি পরিষেবা বেড়েছে পাঁচ গুণ। ছোট ভারতীয় শহরের বাসিন্দারাও এখন সেরা রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ, অর্থনীতিবিদ, বিজ্ঞানী ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের কথা শুনতে পারে। তারা এখন নামমাত্র মূল্যে ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস এবং বিশ্বজুড়ে ঘটে চলা আরও বহু রকমের খেলাধুলো দেখতে পারে। নেটফ্লিক্স, ইয়ুটিউব, টিকটক, ডিজনি, উইকিপিডিয়া এবং অন্যান্য সোশ্যাল মিডিয়া যোগাযোগ, বিনোদন এবং জ্ঞান ও সাংস্কৃতিক বিনিময়ের বাণিজ্যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। সাবেকি পরিসংখ্যান দিয়ে ডিজিটাল পরিষেবার এই অভূতপূর্ব ব্যাপ্তিকে ধরা যাবে না। এমনকী চ্যাটজিপিটি-র মাধ্যমে এখন কোটি কোটি মানুষের কাছে এআই-ও পৌঁছে গেছে, এবং তার জন্য কোনও খরচ করতে হচ্ছে না।

কাজেই বিশ্বায়নের মৃত্যু নিয়ে শোক করবেন না। আপনি পছন্দ করুন বা না করুন, তা এখন বহাল তবিয়তে বেঁচে।

শঙ্কর & আচার্য
বিল ওয়াটারসন

বিভিন্ন বিষয়ে আপনার মতামত জানান।

পাঠান ই-মেল বা চিঠিতে। চিঠির উপরে অথবা ই-মেলের সাবজেক্ট লাইনে লিখুন 'প্রতি সম্পাদক'। চিঠি পাঠান পত্রিকার ঠিকানায়। সঙ্গে প্রাসঙ্গিক ছবি থাকলে পাঠাতে পারেন।
ই-মেল: eisamay@timesgroup.com